যুগান্তর

দায়িত্ব : ব্যবসা বন্ধের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাক্ষাৎকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুফতি জিএ সিদ্দিকী বলেন, তিনি সবসময়ই বিশ্বাস করেন, দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার উপযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। যেহেতু ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যত বিশ্ববিদ্যালয় দরকার, সরকার তত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। তবে তার মানে এই নয় যে, ৫ কোটি টাকা একডিত্রার করে কোনরকম একটা পারমিশন (অনুমতি) নিয়ে অবাধ বাণিজ্যের সনদ নিয়ে বাণিজ্য করবে।'

তিনি বলেন, বর্তমানে যে ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার বেশিরভাগই নিম্নমানের। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, কিছু লোকের উদ্দেশ্য ভালো নয়। বেশিরভাগ লোকের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন, সমাজসেবা নয়। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে ক্লাস হয় না। শিক্ষক নেই। তিনি বলেন, 'এমন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কথা জানি— যাদের পিএইচডি ভুয়া। এখন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানের পিএইচডিই ভুয়া, সে বিশ্ববিদ্যালয় কি পড়াবে! অথচ শিক্ষকের হওয়া উচিত ছিল 'রোল মডেল' (অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব)।'

ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত হচ্ছে। নিজস্ব ভূমি কেনা হলেও ক্যাম্পাস নির্মাণ কাজ এখনও শেষ হয়নি। বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ২৪৫ দিন। মোট ১৭২ জন স্থায়ী ও ১২৪ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক রয়েছেন। ৩টি ইন্সটিটিউট, ৩টি অনুষদ ও ১১টি বিভাগে মোট ৮ হাজার ৫৬৪ জন ছাত্রছাত্রী পড়ছে। এদের মধ্যে ২৬ জন বিদেশী ছাত্র রয়েছে। অধ্যাপক সিদ্দিকী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রভর্তি ও অধ্যয়ন করার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অনেকে প্যাকেজ ভিত্তিতে বিদেশী ছাত্র পড়ায়। এক্ষেত্রে 'ডিসকাউন্ট' দেয় আকৃষ্ট করার জন্য; উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটাস বাড়ানো। কিন্তু এটা অনৈতিক। তারা এ কাজ করবেন না। বিভিন্ন দূতাবাস থেকে প্রস্তাব দেয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ক'জন পড়ছে, তারা নিজেরাই এসেছে।

অধ্যাপক সিদ্দিকী এ প্রসঙ্গে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিশ্চিত আর শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা বন্ধের দায়িত্ব সরকারকেই পালন করতে হবে। সরকারের চেয়ে ক্ষমতাধর কেউ নেই। সুতরাং জনস্বার্থে ব্যবস্থা নেয়ার পথে কেউ বাধা হলে তা ধোপে টেকার কথা নয়। সরকার চাওয়ায় অনেক ভবনও উদ্ধার বা অপসারণ হওয়ার উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ন্ত্রণ) সরকারের আন্তরিকতাই যথেষ্ট।

নর্থসাউথ উপাচার্য বলেন, নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যারা এটা চায় না তারা অযথা ভয় থেকে বিরোধিতা করছে। নতুন আইনের বিরোধিতার ক্ষেত্রে কিছু মালিকের ভূমিকা বেশি দেখা যায়। মূলত যেদিক নিয়ে তাদের ভীতি রয়েছে তা হল উপাচার্যের ক্ষমতা। এটা অমূলক। কেননা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকর অগ্রযাত্রার জন্য এটা অত্যাবশ্যক। উপাচার্য যথার্থভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারলে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত হবে অনেকাংশে। কেননা কোন শিক্ষক চান না মানহীন শিক্ষা প্রদান করতে। তাই উপাচার্যকে দায়িত্ব দিলে যথাযথ 'অথরিটি' দিতে হবে। কিন্তু মালিকরা তা চান না। ওনারা উপাচার্য পছন্দ না হলে সরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা চান। তিনি বলেন, উপাচার্যদের অথরিটি না দিলে তারা কাজ করতে পারবেন না।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, বিদ্যমান আইনে অনেক ফাঁকফোকর ও বেআইনি কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এতে শিক্ষার্থী-অভিভাবককে প্রতারণার সুযোগ রয়েছে। তাই নতুন আইন করা দরকার। এক্ষেত্রে আইনের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করা উচিত।

প্রস্তাবিত আইনের ব্যাপারে তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অধ্যাদেশ আকারে জারি করা আইনের অনেক ভালো দিক রয়েছে। যেমন জমির বিষয়টি। সেগুলো মালিকরা বিরোধিতা করেন না। তিনি বলেন, আগের আইনের সংশোধন চান অনেকে। এটা আসলে সময়ক্ষেপণের প্রয়াস। বিদ্যমান আইনের সংশোধন করলেও তো নতুন আইনের দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সুতরাং সংশোধন আর নতুনভাবে করা দুটিই সমান।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি বা অত্যধিক অর্থ আদায়ের ব্যাপারে তিনি বলেন, বাইরে থেকে মনে হয়ে থাকে যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনেক টাকা নিচ্ছে। বিষয়টা আসলে তেমন নয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালায় সরকার আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালিয়ে থাকে ছাত্রছাত্রীরা। পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যেখানে ভবন, জমি, শিক্ষক বেতন, ল্যাবরেটরি খরচ, লাইব্রেরির বই ইত্যাদি সরকারিভাবে পাওয়া যায়, সেখানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি থেকেই সংস্থান হয়ে থাকে। এগুলো তো শিক্ষা ও পাঠদান নিশ্চিতের অপরিহার্য শর্ত। আসলে 'ব্যয়বহুল' হওয়ার কারণেই লোকের চোখে এটা ধরা পড়ছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম টাকায় বড়লোকের ছেলেরাও পড়ে। কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবের সন্তানরা পড়তে পারে না, সত্য। তার মতে, সরকার ৫ ভাগ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিনা পয়সায় পড়ানোর যে নিয়ম করেছে, তা ২০ ভাগ হওয়া উচিত। তবে বিনিময়ে এক্ষেত্রে টিউশন ফি উন্মুক্ত করে দিতে হবে। অর্থাৎ কোন বিশ্ববিদ্যালয় যদি তার সুনামের কারণে বেশি অর্থ আদায় করতে পারে করবে। এটা নির্ধারণ করে দেয়া যাবে না। কেননা বড়লোকের ছেলেরা টাকা দেবে আর সেখান থেকে বৃত্তি দিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ২০ ভাগ পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে পড়াবে, এতে সরকারের নৈতিক দায়িত্ব পালিত হবে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সহায়ক হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। সরকারের 'নজর' থাকবে শিক্ষার মান, জনঅধিকার নিশ্চিত আর জনগণ প্রতারিত হয় কিনা তা দেখা। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বডিতে সরকারি প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির দরকার নেই। একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠন করে দেয়া উচিত। ওই সংস্থায় সরকারি প্রতিনিধি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি থাকবে। এ সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূল্যায়ন করবে। সংস্থার রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। রিপোর্ট দেখেই শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা প্রতিষ্ঠান বেছে নেবেন। এতেই 'চেক এন্ড ব্যালান্স' আসবে। তার মতে, ছাত্রদের টাকা যেহেতু 'পাবলিক মানি', তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে সরকারের ভালো করে অডিট করা দরকার। কিন্তু ট্যাক্স বসানো যাবে না। সরকারকে দেখতে হবে, এটা ওদেরই (শিক্ষার্থী) কল্যাণে ব্যয় হয় কিনা। এখান থেকে টাকা অন্য কোথাও চলে যায় কিনা— এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক সম্পর্কে তিনি জানেন যারা ধনী হয়ে গেছেন। বিএমডব্লিউ ও লেক্সাস চড়ে ঘুরে বেড়ান। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে বসে নিজেরাই কর্মকর্তা বনে গেছেন। লাখ লাখ টাকা বেতন নিয়ে থাকেন। এদের ধরা উচিত। এ ধরনের লোকই নতুন আইন চান না।

'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান'— বিষয়টি কিভাবে প্রমাণ করা যাবে, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের টাকা অন্য কাজে ব্যয় হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় আর শিক্ষার্থীদের কাজেই ব্যয় হবে। এ বিষয়টি ঠিকমতো অডিটের মাধ্যমে সরকারকে দেখতে হবে। 'সার-প্লাস' অর্থে ট্যাক্স না বসিয়ে টাকা কোথায় যায়, কিভাবে ব্যয় হয় কোথায় আছে তা দেখা উচিত। আসলে পৃথিবীর কোথাও ছাত্রদের টাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় না। এক্ষেত্রে হয় সরকার দেয় অথবা বেসরকারি অনুদান থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে ৩৫ ভাগ মাত্র শিক্ষার্থীদের থেকে নেয় অর্থে পূরণ হয়। বাকিটা অনুদান বাংলাদেশেও ধনীদের এগিয়ে আসা উচিত। এক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে বেশি টিউশন ফিও নেয়া যায়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থায় অন্যায়ের সুযোগ থাকে এবং এতে স্বজনপ্রীতি, ফলাফল প্রভাবিত হওয়া ইত্যাদির আশংকা রয়েছে কিনা— এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা ঠিক যে, তাদের কালচারে এটা চলে। আমেরিকান পদ্ধতি এটা। কিন্তু আমরা কোন ছাত্রকে ভর্তির পর বলে দিতে পারি চার বছর পর কোন দিন সে হাতে গ্রেড ও সনদ পাবে। এটা সম্ভব হয় সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণের পর সময়মতো ফল প্রকাশের কারণে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই শোনা যায়, পরীক্ষার খাতা মাসের পর মাস আটকে রাখা হয়। খাত জমা না দেয়ায় ফল প্রকাশ হয় না। ফলে সেশনজট প্রলম্বিত হয়।

তবে এ মতামতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা একমত নন। কেননা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোর্স ডিজাইন, ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই সেবা নিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে তাদের নির্বাচন করা হলে এবং উক্ত পরিশোধের ব্যাপার থাকলে (ক্লাস নেয়ার বেতনের মতো) তবে সেশনজট হওয়ার কথা নয়। এ ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ নিজ শিক্ষার্থীকে অধিক নম্বর দেয়ার অভিযোগ শোনা যায়। এমনকি এক্ষেত্রে শিক্ষককে প্রতিষ্ঠানের মালিকের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেয়ার অভিযোগও রয়েছে।

তবে এ ব্যাপারে অধ্যাপক সিদ্দিকী বলেন, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় এমন কাজ করছে তারা মহা অন্যায় করছে। এদের ধরা অত্যাবশ্যক। সরকার যে নতুন আইন করবে তাতে এ ধরনের জালিয়াতি রোধের কঠোর বিধান থাকা দরকার।

দেড় দশকেও নর্থসাউথ স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি, অথচ ৫ বছরের মধ্যে যাওয়ার কথা— এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা শিগগিরই স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাচ্ছেন। কাজ চলছে। তবে ৫ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিধানটি অবাস্তব আইন বলে তিনি মনে করেন।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক নিয়ে চলে। এক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষকদের ফাঁকির প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা এনওসি (অনাপত্তিপত্র) নিশ্চিত করেন। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লিখে দেন না। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কনসালটেন্সি অনুমোদন করে। আর এনওসিতে প্রতিষ্ঠান দুটির নাম না থাকায় এটা ইচ্ছামতো ব্যবহার করার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

অধ্যাপক সিদ্দিকী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে ইউজিসিকেও শক্তিশালী করা দরকার বলে মনে করেন। তার মতে, বর্তমানে সেখানে 'অথরিটি' বলতে কিছু নেই।

রিপ ... 5 APR 2010
ঠ ... কলাম ...

শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা বন্ধের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে

একান্ত সাক্ষাৎকারে নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

মুসতাক আহমদ

১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাসের পর প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম 'নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি'। রাজধানীর বনানীতে কামাল আতার্তুক এভিনিউতে অবস্থিত ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি নিজেদের শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য বেসরকারি খাতে প্রদেয় উচ্চশিক্ষা খাতে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী অবস্থানে রয়েছে। যদিও প্রতিষ্ঠার পর দেড় দশকেও স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া, উচ্চ টিউশন ফি গ্রহণ, লক্ষ আয়ের ওপর সরকারকে ট্যাক্স না দেয়ার মতো অভিযোগ রয়েছে তাদের ব্যাপারে।

উচ্চশিক্ষা প্রদানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, ক্রমবিকাশ, অগ্রযাত্রার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে দেশের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক মুফতি জিএ সিদ্দিকীর সঙ্গে এ ব্যাপারে যুগান্তরের পক্ষ থেকে একান্ত সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সাক্ষাৎকারের

দায়িত্ব : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১